বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নির্বাচনী ইশতেহার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন - ২০২৫

সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট

স্লোগান: শিক্ষার্থীদের অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে সুস্থ আছেন। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন - ২০২৫। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, অগণিত স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মূল চালিকাশক্তি। আসন্ন শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমাদের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত হবে ও অধিকার রক্ষা পাবে এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় আরও আধুনিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব হয়ে উঠবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থী সংসদ শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি, সৃজনশীল চিন্তা ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত অর্থেই একটি শিক্ষার্থীবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে চাই। জুলাই-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার প্রত্যয়ে 'সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট' শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে থাকবে শিক্ষা ও গবেষণা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সহাবস্থান ও মানবিকতার সমন্বিত বিকাশ।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানবসেবার দৃঢ় প্রত্যয়ই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের এই নির্বাচনী ইশতেহার সেই অঙ্গীকারেরই এক অনবদ্য দলিল- যেখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একাডেমিক অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুরক্ষিত হবে।

Yes	**No**
১. ডাইনিং-এ ভর্তুকি	১. সেশনজট
২. অটোমেশন	২. র‍্যাগিং ও সাইবার বুলিং
৩. অভ্যন্তরীন পরিবহন ও ফুটপাত	৩. মাদক
৪. বরাদ্দ বৃদ্ধি	৪. প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস
৫. সংস্কৃতি / পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল	৫. 'লাঞ্চের পরে আসেন'

আমাদের ১৩ দফা ইশতেহার:

১. জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের ইতিহাস সংরক্ষণ

- ✓ জুলাইয়ের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করা।
- ✓ ক্যাম্পাসে 'জুলাই কর্ণার' স্থাপন এবং জুলাই স্মারক বক্তৃতাসহ স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ✓ 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান গবেষণা সেল' গঠন করে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গবেষণা পরিচালনা।

- ✓ ১৬ জুলাইকে 'সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা।
- ✓ জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে আর্কাইভ নির্মাণ।
- ✓ বাংলাদেশের ইতিহাসের সকল সংগ্রামের ঘটনাভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা।
- ✓ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার উদ্যোগ গ্রহণ।

২. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি

- ✓ গবেষণা বাজেট বৃদ্ধি, বিশেষায়িত Research Grant Fund ও 'থিসিস সাপোর্ট ফান্ড' চালু।
- ✓ 'জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি প্রেস' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেস স্থাপন।
- ✓ শিক্ষার্থীদের সকল থিসিস কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির ডাটাবেইসে সংরক্ষণ ও ই-লাইব্রেরি সম্প্রসারণ।
- ✓ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য IELTS, GRE, TOEFL ইত্যাদি প্রস্তুতি সহায়তা কোর্স চালু।
- ✓ বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জটিলতা নিরসন ও নীতিমালা সহজীকরণ।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং উন্নয়নে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য স্কলারশিপ ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি।

৩. ক্যারিয়ার ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি

- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার স্থাপন করা।
- ✓ নিয়মিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ (ইংরেজি, আইটি, প্রেজেন্টেশন, পাবলিক স্পিকিং, রিসার্চ মেথডোলজি, লিডারশিপ) আয়োজন।
- ✓ বিভিন্ন শিল্প ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইন্টার্নশিপ ও চাকরির সুযোগ তৈরি। নিয়মিত ভিত্তিতে 'ক্যাম্পাস জব ফেয়ার' ও 'ক্যারিয়ার ফেস্ট' আয়োজন।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের জন্য বিশেষ 'অ্যালামনাই জব পোর্টাল' চালু করা।

৪. ইকোলোজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

- ✓ নতুন স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে ইকোলোজিক্যাল মাস্টারপ্ল্যান নিশ্চিতকরণ।
- ✓ ক্যাম্পাসের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে 'বিশেষ অঞ্চল' ঘোষণা ও বিশেষ অঞ্চলের সংরক্ষণ।
- ✓ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ, কনজারভেশন ক্যাম্পেইন, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও রিসাইক্লিং সিস্টেম জোরদার করা।
- ✓ লেক সংস্কার করে অতিথি পাখির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি।
- ✓ পুরাতন ভবনগুলোকে অ্যাসেসমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা।
- ✓ অভ্যন্তরীন সড়কগুলো প্রশস্তকরণ, ফুটপাত নির্মাণ, সাইকেল লেন ও পরিবেশবান্ধব রাইড-শেয়ার প্রোগ্রাম চালু।

৫. আবাসিক হলের সুবিধা বৃদ্ধি

- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম দিন থেকেই 'এক শিক্ষার্থী এক সিট' নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
- ✓ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন রিডিং রুম, ফ্রি ওয়াইফাই জোন চালু এবং কম্পিউটার ও প্রিন্টিং সুবিধা নিশ্চিতকরণ। কমনরুম আধুনিকায়ন ও ইনডোর গেমসের (টেবিল টেনিস, ক্যারম) ব্যবস্থা করা।
- ✓ হলের ডাইনিংয়ে ভর্তুকি বৃদ্ধি করে পুষ্টিকর ও সুলভমূল্যে খাবার সরবরাহ। প্রতি তলায় বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার/পিউরিফায়ার স্থাপন।
- ✓ র‍্যাগিং বিরোধী সেল গঠন ও নীতিমালা তৈরি।
- ✓ পুরো হলকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা।
- ✓ প্রতিটি হলে পর্যাপ্ত ডাস্টবিন, ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও রিসাইক্লিং সিস্টেম চালু।

৬. অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন

- ✓ সেশন জট নিরসনে একাডেমিক ক্যালেন্ডার কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
- ✓ বিভাগে গবেষণা ডাটাবেইস অ্যাক্সেস নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক জার্নাল প্রকাশ ও গবেষণা সেমিনার আয়োজন।
- ✓ থিসিস ও প্রজেক্টের জন্য বিভাগীয় গবেষণা অনুদান বৃদ্ধি।
- ✓ সকল প্রকার অবৈধ ও অযৌক্তি ফি বাতিলকরণ।
- ✓ একাডেমিক সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা। প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু।
- ✓ প্রতিটি অনুষদ ও ইনস্টিটিউটে নারী ও পুরুষের জন্য নামাজের পৃথক ব্যবস্থা করা।
- ✓ প্রতিটি অনুষদে ফুড কর্নার স্থাপন। নিরাপদ পানির ফিল্টার/পিউরিফায়ার স্থাপন ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নিরাপদ খাদ্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা

- ✓ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ডাইনিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত ভর্তুকি আদায়। ক্যাফেটেরিয়াতে তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থা করা।
- ✓ ক্যাফেটেরিয়া ও বটতলায় খাবারের মান ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতে নিয়মিত মনিটরিং। ক্যাফেটেরিয়ায় ডিজিটাল কুপন সিস্টেম চালু।
- ✓ মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ, ফ্রি মেডিসিন সেবা বৃদ্ধি ও ২৪/৭ অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু।
- ✓ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতে কাউন্সেলিং সেবার মানোন্নয়ন।
- ✓ ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও স্যানিটারি সুবিধা বৃদ্ধি।

৮. ক্রীড়া উন্নয়ন

- ✓ খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম ও ইনডোর গেমস সুবিধার সংস্কার ও উন্নয়ন।
- ✓ নিয়মিত জাতীয় টুর্নামেন্ট ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া আসরে অংশগ্রহণ।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে প্রতিটি হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলার সামগ্রী নিশ্চিত করা।
- ✓ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্যারা স্পোর্টসের আয়োজন।

৯. সংস্কৃতির বিকাশ

- ✓ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ, ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক, সাহিত্য, সঙ্গীত, লোকসংস্কৃতি ও চিত্রকলার ইতিবাচক চর্চার পরিবেশ বিনির্মাণে সহযোগিতা।
- ✓ মুক্তমঞ্চ ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ আদায়।
- ✓ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব ও বইমেলা নিয়মিত আয়োজন এবং আন্তঃহল ও আন্তঃবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।
- ✓ শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশে সাহিত্য পত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি প্রকাশে সহযোগিতা।
- ✓ ইসলামি দর্শন, হামদ-নাত, ক্যালিগ্রাফি, নাশিদ, কাওয়ালি, সাহিত্য আসর আয়োজনসহ ইসলামি সংস্কৃতি চর্চার অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ বিনির্মাণে সহায়তা।

১০. নারী শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

- ✓ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে 'যৌন নিপীড়ন অভিযোগ সেল' শক্তিশালীকরণ ও কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।
- ✓ সাইবার বুলিং, রেসিজমসহ অনলাইন ও অফলাইনে নারীর প্রতি সকল প্রকার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
- ✓ মহাসড়ক সংলগ্ন ছাত্রী হলগুলোর নিরাপত্তা জোরদার।
- ✓ প্রতিটি একাডেমিক ভবনে নারী কমনরুম স্থাপন। কেন্দ্রীয় মসজিদসহ প্রতিটি ভবনে নামাজের ব্যবস্থা রাখা।
- ✓ ছাত্রী হলগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও নিরাপদ স্যানিটারি সুবিধা।
- ✓ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ 'হেলথ সাপোর্ট সেল' গঠন।

১১. প্রশাসনিক ও পরিবহন সেবা আধুনিকায়ন

- ✓ শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট কার্ড চালু। ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা, ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেট আবেদনের প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজেশন। সকল পেমেন্ট প্রক্রিয়া অনলাইন করা।
- ✓ শিক্ষার্থীদের নোটিশ, ক্লাস রুটিন, পরিবহন ট্র্যাকিং, ফলাফল ইত্যাদির জন্য 'জাবি অ্যাপ' চালু।
- ✓ ক্যাম্পাসজুড়ে উচ্চগতির ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ✓ অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থা গঠনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ✓ রাস্তায় ট্রাফিক সাইন, সিসি ক্যামেরা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার।

১২. প্রতিবন্ধী ও সকল নৃগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা

- ✓ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অবকাঠামো: র‍্যাম্প, লিফট, ব্রেইল বই, অডিও বুক, ই-লার্নিং টুলস।
- ✓ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা।
- ✓ সকল নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের অধিকার সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণে 'নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা।
- ✓ বৈষম্য প্রতিরোধে সমতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

১৩. নবীনবরণ, শিক্ষা সমাপনী ও সমাবর্তন আয়োজন

- ✓ নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য নবীনবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ✓ একাডেমিক কার্যক্রম সমাপ্তির সাথে সাথে প্রতিটি ব্যাচের গৌরবময় শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন।
- ✓ নিয়মিত বিরতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন। সমাবর্তন ফি কমিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সুলভমূল্যে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি।

আমরা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আপনারা নির্বাচিত করলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সোচ্চার থাকবো ইনশাআল্লাহ।

সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট